আমাদের সময়

তারিখ ...10 NOV 2015...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...৭......

মতলবে এক কক্ষে ৫ শ্রেণির পাঠদান

এম এ লতিফ, চাঁদপুর ●

পাঁচ বছর আগে ভবন পরিত্যক্ত হওয়ায় একটি কক্ষেই ৫ শ্রেণির ক্লাস চলছে চাঁদপুরের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তাও একজনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঘরটি তুলে না দিলে গাছতলায় পাঠদান চলত ওই বিদ্যালয়ের। ফলে চরম দুর্ভোগের মধ্যে চলছে মতলব উত্তরের ১৬নং আনোয়ারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম।

পরিত্যক্ত ছাড়া অন্য কোনো ভবন না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলছে কখনো বিদ্যালয় আঙিনায়, কখনো আবার ওই অপরিসর কক্ষে। সেখানে একটি কক্ষে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পাঁচটি শ্রেণির শিক্ষার্থীর দায়সারাভাবে পাঠদান চলে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মতলব উত্তর উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের ১৬নং আনোয়ারপুর সরকারি-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন অতি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ৫ বছর আগে কর্তৃপক্ষ তা' পরিত্যক্ত ঘোষণা করে। স্কুলের পাঠদান সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এলাকাবাসীর উদ্যোগ ও উপজেলা চেয়ারম্যান মনজুর আহমদের আর্থিক সহায়তায় একটি টিনের ছাউনি দেওয়া এক কক্ষের ঘর নির্মাণ করা হয়। সেই এক কক্ষের ঘরে জোড়াতালি দিয়ে চালানো হচ্ছে বিদ্যালয়ের নিয়মিত পাঠদান কার্যক্রম। এতে করে শিক্ষার্থীদের শোরগোলে পাঠদান হচ্ছে ব্যাহত।

বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী সাজিদ ও আঁখি বলে, এভাবে এক কক্ষে গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে বসে লেখাপড়া করা যায় না। মনোযোগ দিয়ে পড়া হয় না। আমাদের নতুন স্কুল ভবন দরকার।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৯৬২ সালে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছর একটি পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়। আগে রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও সম্প্রতি জাতীয়করণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়টিতে ১৬২ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন ৩ জন। সব শ্রেণির পাঠদান ওই টিনের ঘরের একটি লম্বা কক্ষে দেওয়া হয়।

বৃষ্টির দিন ছাড়া মাঝে-মধ্যে বিদ্যালয়ের সামনের খোলা মাঠেও পাঠদান করানো হয়। একটি শ্রেণি থেকে অপর শ্রেণিকে আলাদা করার জন্য কোনো বেড়া বা পার্টিশন দেওয়া যায়নি।

সরেজমিন দেখা যায়, পরিত্যক্ত ভবনটির একটি কক্ষ এখনো অফিস কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করছে শিক্ষকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। এ ভবনের একটি কক্ষে গোবরের লাকড়ি শুকানো ও মজুদ করে রাখা হয়েছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, শ্রেণিকক্ষের অভাব দেখিয়ে শিক্ষকরাও নিয়মিত স্কুলে আসেন না। সব শিক্ষকের বাড়ি স্কুলের কাছাকাছি হওয়ায় তারা সাংসারিক কাজেই বেশি ব্যস্ত থাকেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) গীতা রানী শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগের কথা স্বীকার করে জানান, ২০১০ সালে বিদ্যালয় ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করার পর মূল ভবনের পাশেই স্থানীয়রা বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যানের সহায়তায় টিনের ঘর নির্মাণ করে দেন। শ্রেণিকক্ষের বেড়া না থাকায় পাঠদান নির্বিঘ্নে সম্ভব হয় না।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ কবির হোসেন বলেন, বিদ্যালয়ের ভবন কয়েক বছর আগেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন ভবনের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে লেখালেখি করছি। আশা করছি সহসাই আমরা নতুন ভবন পাব।